৪৭তম বিসিএস লিখিত কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০১

টপিক:

- ✓ বাংলা বানান ও বানানের নিয়ম
- ✓ বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

❑ তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

✓ এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

✓ যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ই-কার (ি), উ-কার (ু) হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।

✓ রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্জ্জন, ঊর্দ্ধ, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে অর্জন, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি হবে।

✓ সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন: অহম্ + কার = অহংকার এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।

✓ সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

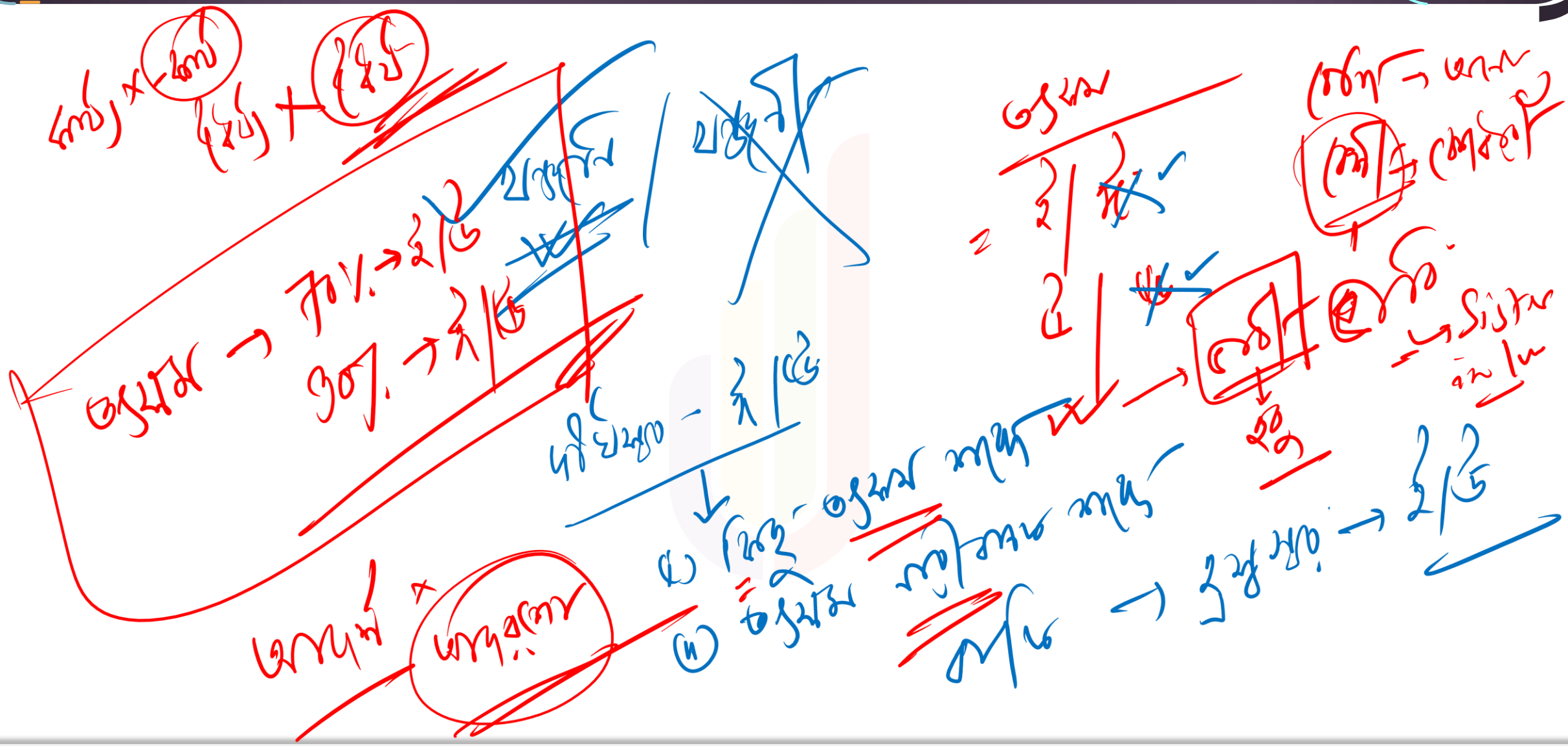

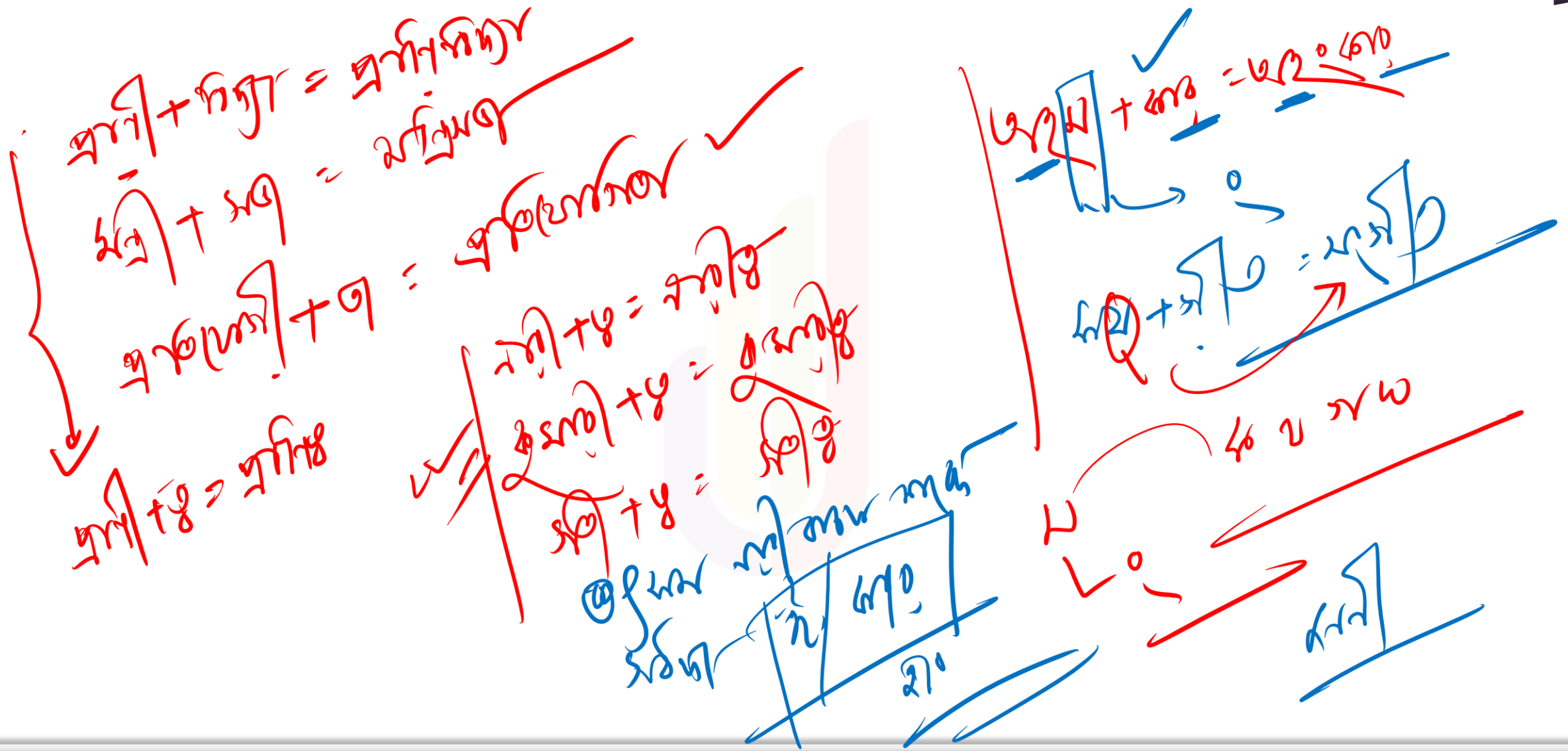

(অ.)

(খা.)

(i) তৎসম → ৪৫%
(ii) অর্ধ-তৎসম
(iii) তদ্ভব → ৫২%
(iv) দেশি
(v) বিদেশি
৩%

অতৎসম শব্দ
↓
মিশ্র শব্দ

(i) সন্ধি: লোপ বিসর্গ হয় না।
(ii) এ মানুষ বিসর্গ হয়।
দু:খ
মন:কষ্ট
অন্ত:স্থ

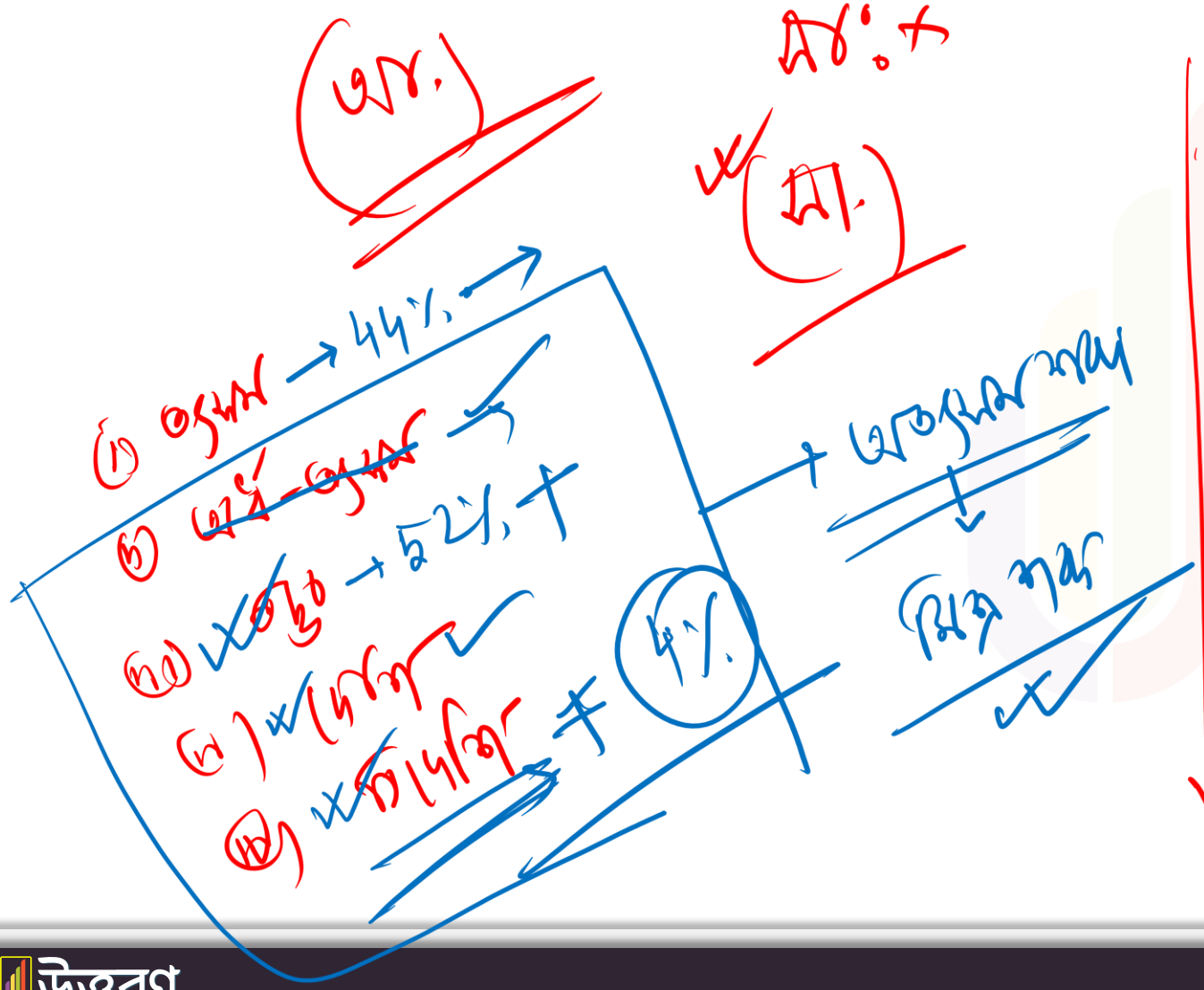

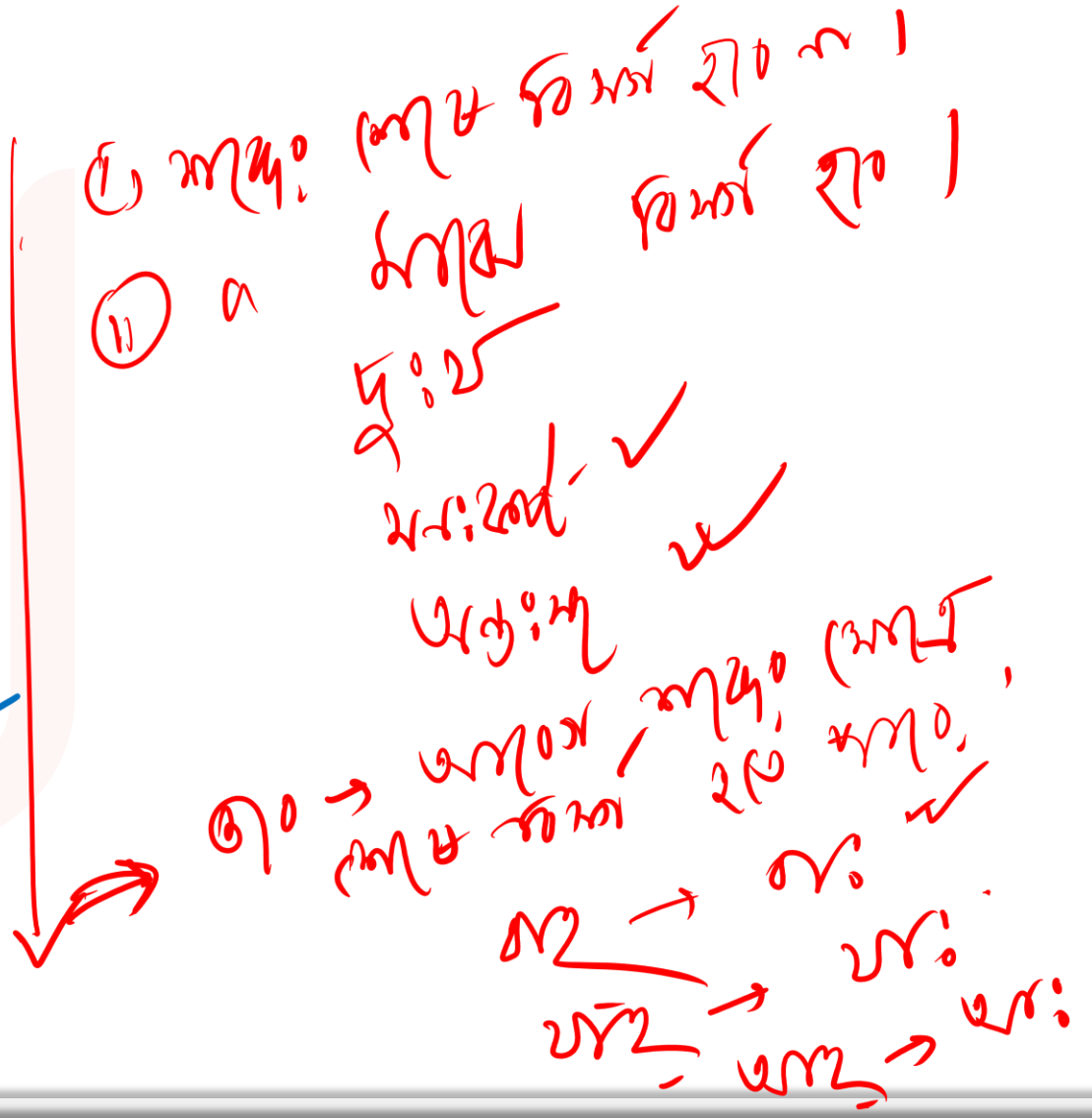

- সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন: গুণী→ গুণিজন, প্রাণী→ প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী→ মন্ত্রিপরিষদ। তবে এগুলোর সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন: গুণী→ গুণীজন, প্রাণী→ প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী → মন্ত্রীপরিষদ।

  ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন: কৃতী→ কৃতিত্ব, দায়ী→ দায়িত্ব, প্রতিযোগী→ প্রতিযোগিতা, মন্ত্রিত্ব→ মন্ত্রী, সহযোগী→সহযোগিতা।

- বিসর্গ (ঃ): শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন: ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন: দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস ।

❑ অতৎসম শব্দের বানানের নিয়ম

❖ ই, ঈ, উ, ঊ

✓ সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন : আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, ওকালতি, কাহিনি, কুমির, কেরামতি, খুশি, খেয়ালি, গাড়ি, গোয়ালিনি, চাচি, জমিদারি, জাপানি, জার্মানি, টুপি, চুন, পুজো, পুব, মুলা, মুলো।

✓ পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন: ছেলেটি, বইটি, লোকটি।

✓ কি/কী: সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে! কী পড়ো?

✓ কীভাবে, কীরকম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।

✓ যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

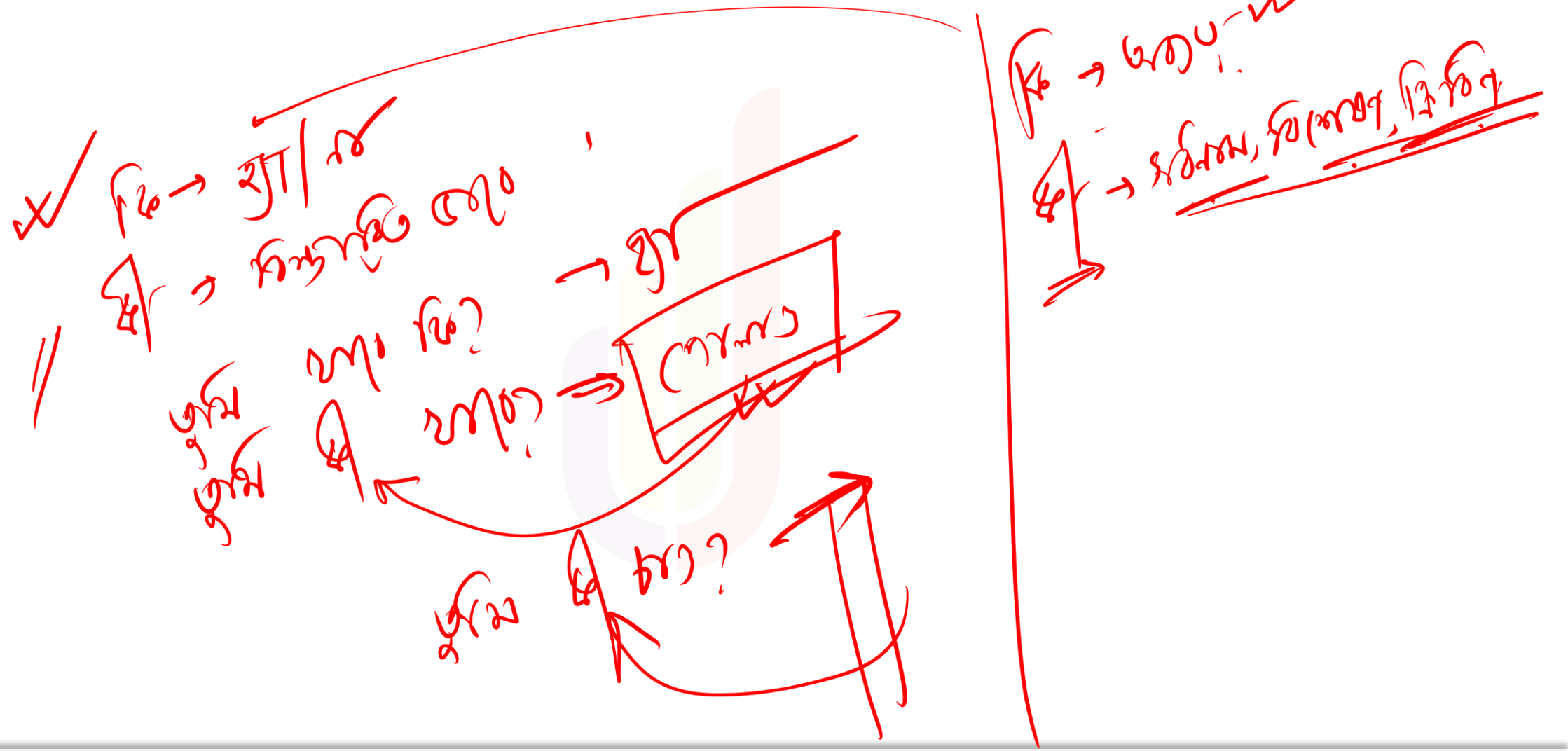

❖ এ, অ্যা

বাংলায় এ বর্ণ বা ে - কার দিয়ে এ এবং অ্যা এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন: কেন, কেনো (ক্রয় করো); খেলা, খেলি, গেল, গেলে, গেছে; দেখা, দেখি; জেনো, যেন।

তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলির ্যা-কার যুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। যেমন: ব্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে ্যা-অপরিবর্তিত থাকবে।

বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র-অনুযায়ী অ্যা বা ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন: অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড (and), অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাংক, ভ্যাট, ম্যানেজার, হ্যাট।

❖ ও

✓ বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দের শেষের অংশে এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন: কালো, খাটো, ছোটো, ভালো, এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো, করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো।

✓ ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন: কোরো, বোলো, বোসো।

❖ ং, ঙ

শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন: গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।

তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে ঙ হবে। যেমন: বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।

ব্যতিক্রম: বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।

❖ ক্ষ, খ

অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর, খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে। ক্ষ শুধু তৎসম শব্দে ব্যবহৃত হয়।

❖ জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে।

যেমন: কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার।

ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে বিকল্পে ‘য’ লেখা যেতে পারে।

যেমন: আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান, হযরত।

❖ মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন: অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়। যেমন: কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন।

কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগে কেবল ন হবে। যেমন: গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।

❖ শ, ষ, স

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন: কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, আপস, জিনিস, মসলা, সন, সাদা, স্মার্ট, স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর। ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম; এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শাবান (হিজরি মাস)।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি ধ্বনির জন্য s স এবং **-sh, -sion, -ssion, -tion** প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন: পাসপোর্ট, বাস; ক্যাশ; টেলিভিশন; মিশন, সেশন; রেশন, স্টেশন।

যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন: তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

❖ বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন: স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং। তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন: মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

❖ হস-চিহ্ন

হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হুক।

তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন: উহ্, বাহ্, যাহ্।

❖ ঊর্ধ্ব-কমা

ঊর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

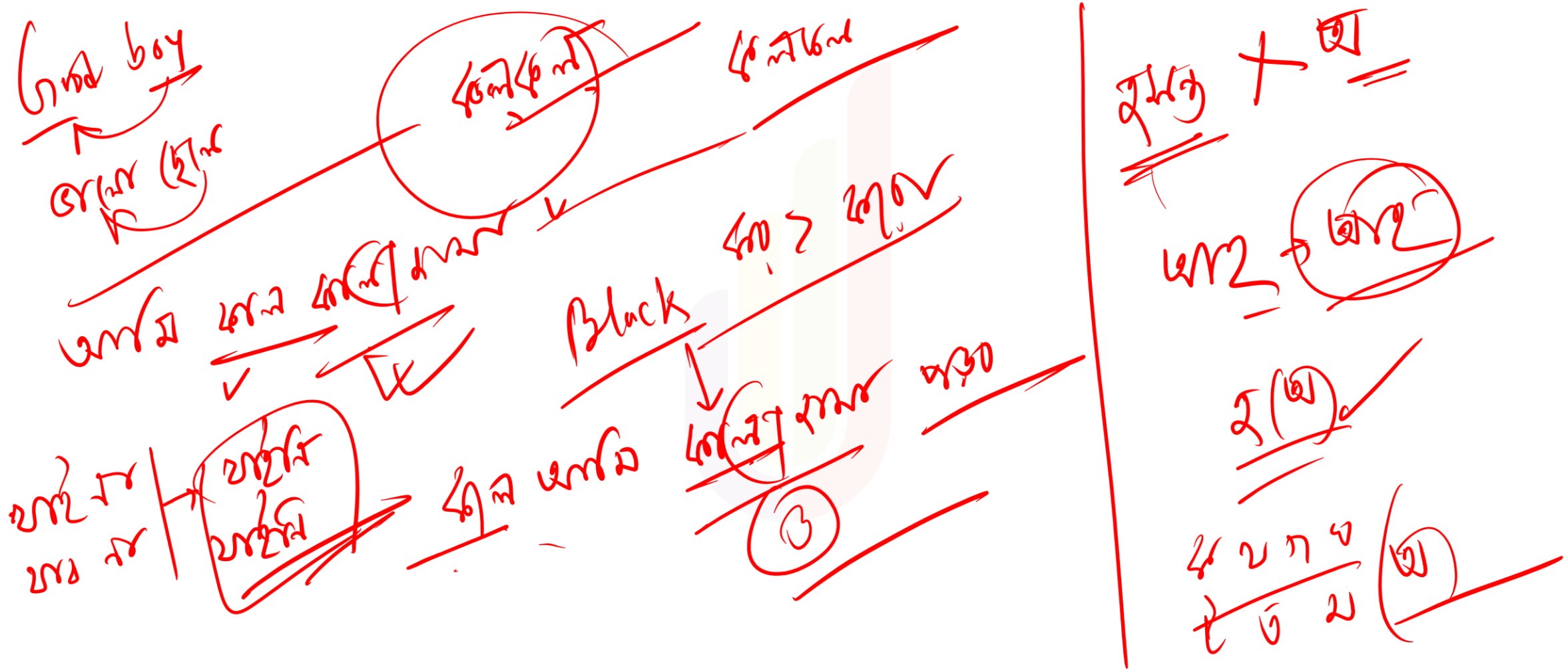

❑ বিবিধ নিয়ম

✓ সমাসবদ্ধ শব্দগুলো যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। **যেমন:** অদৃষ্টপূর্ব, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমণ্ডিত, মঙ্গলবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সমস্যাপূর্ণ। বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায় বিশেষ করে দ্বন্দ্ব সমাসে। **যেমন:** জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বেটা-বেটি, মা-ছেলে, মা-মেয়ে।

✓ বিশেষণ পদ সাধারণত পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। **যেমন:** ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুন্দরী মেয়ে।

✓ না বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। **যেমন:** করি না, কিন্তু করিনি। এছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। **যেমন:** নাবালক, নারাজ, নাহক।

✓ অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। **যেমন:** না-গোনা পাখি, না-বলা বাণী, না-শোনা কথা।

✓ অধিকার অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন শব্দের পরে যুক্ত হবে । **যেমন:** আজও, আমারও, কালও, তোমারও।

✓ নিশ্চয়ার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। **যেমন:** আজই, এখনই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এই নিয়মের আওতাভুক্ত নয়।

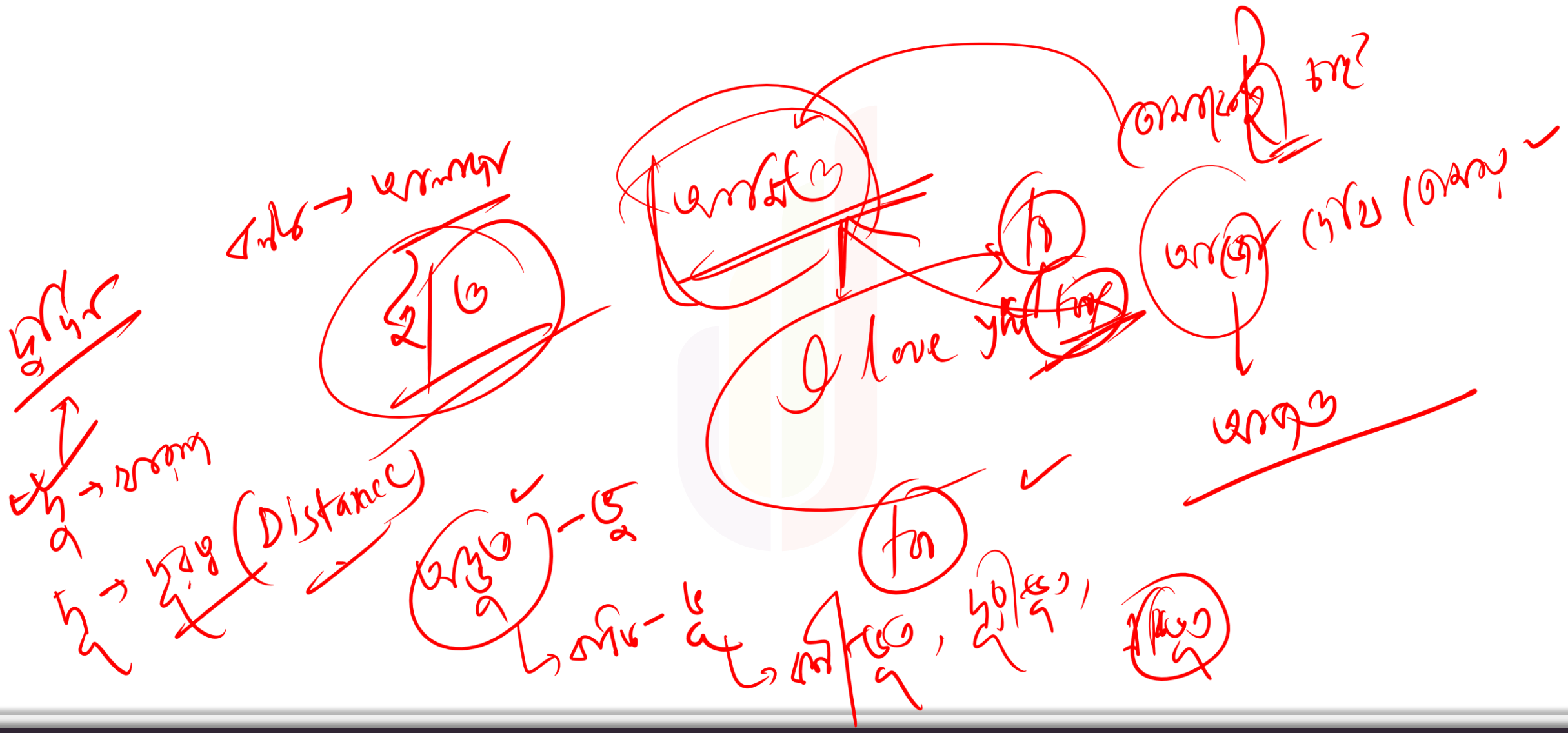
I love you

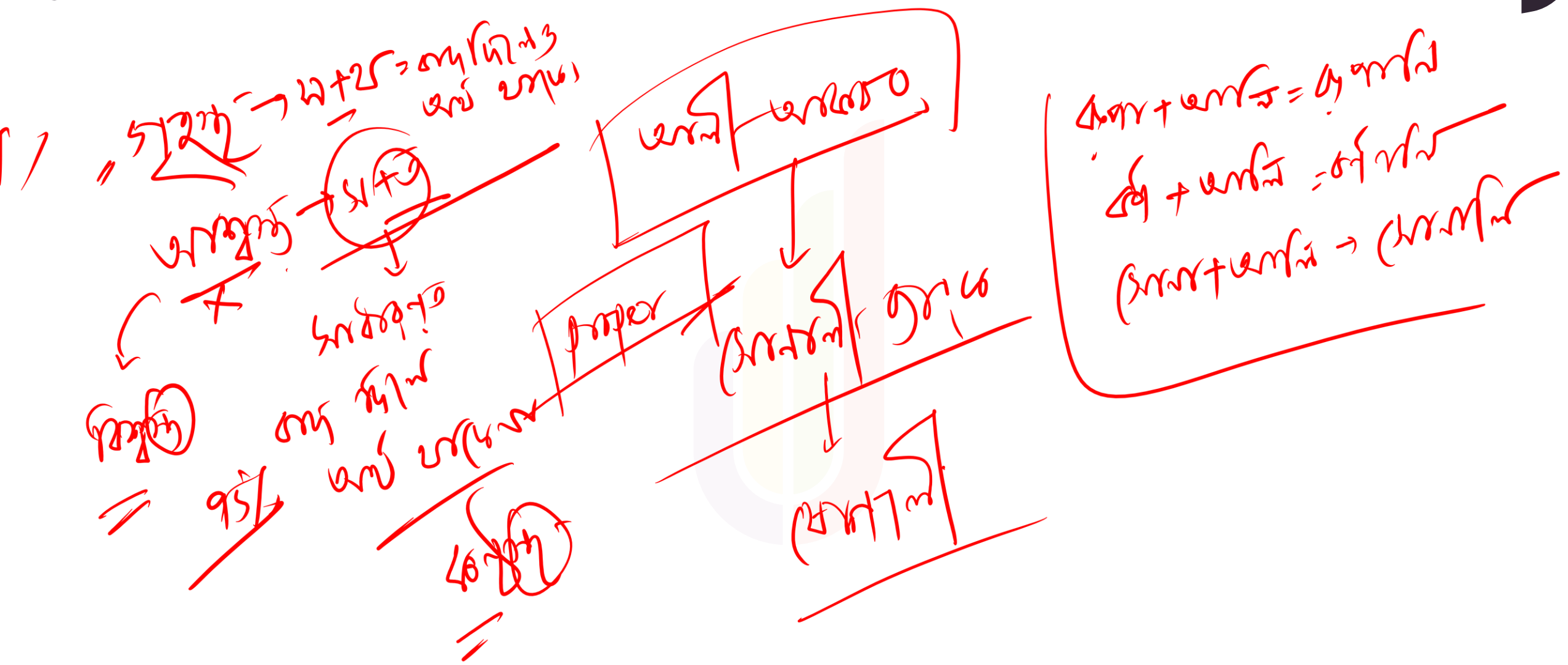

বাংলা বানান শেখার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

- ✓ **দু/দূ-এর ব্যবহার:** দূরত্ব বোঝায় না এরূপ শব্দে উ-কার যোগে 'দুর' ('দুর' উপসর্গ) বা 'দু + রেফ' হবে। **যেমন—** দুরবস্থা, দুরন্ত, দুরারোগ্য, দুরূহ, দুর্গতি, দুর্গ, দুর্দান্ত, দুর্নীতি, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, দুর্নাম, দুর্ভোগ, দুর্দিন, দুর্বল, দুর্জয় ইত্যাদি। দূরত্ব বোঝায় এমন শব্দে ঊ-কার যোগে 'দূর' হবে। **যেমন—** দূর, দূরবর্তী, দূর-দূরান্ত, দূরীকরণ, অদূর, দূরত্ব, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি।
- ✓ **জীবী-এর ব্যবহার:** পদের শেষে '-জীবী' ঈ-কার হবে। যেমন— চাকরিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, আইনজীবী ইত্যাদি।
- ✓ **আবলি, আলি-এর ব্যবহার:** পদের শেষে 'বলি' (আবলি) ই-কার হবে। **যেমন—** কার্যাবলি, শর্তাবলি, ব্যাখ্যাবলি, নিয়মাবলি, তথ্যাবলি ইত্যাদি। বিশেষণবাচক 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। **যেমন—** সোনালি, রুপালি, বর্ণালি, হেঁয়ালি, খেয়ালি, মিতালি ইত্যাদি।
- ✓ **স্ত/স্থ-এর ব্যবহার:** যেসব শব্দের শেষে 'স্ত' আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে শব্দ থেকে 'স্ত' বাদ দেওয়ার পর শব্দটি অর্থবোধক থাকে না। **যেমন:** অস্ত, আশ্বস্ত, গ্রস্ত (বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত), নিরস্ত, পরাস্ত, প্রশস্ত, বিন্যস্ত, বিশ্বস্ত ইত্যাদি।
- ✓ যেসব শব্দের শেষে 'স্থ' আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'স্থ' বাদ দেওয়ার পরও শব্দটি অর্থবোধক থাকে। **যেমন:** কণ্ঠস্থ (স্থ বাদ দিলে কণ্ঠ অর্থবোধক), গৃহস্থ, মুখস্থ, নিকটস্থ, গর্ভস্থ, ধারস্থ, ধাতস্থ ইত্যাদি।

বাংলা বানান শেখার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম

- ✓ **অঞ্জলি:** অঞ্জলি দ্বারা গঠিত সকল শব্দে ই-কার হবে। **যেমন—** অঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি ইত্যাদি।
- ✓ কোনো শব্দের শেষে যদি ঈ-কার থাকে, সেই শব্দের সঙ্গে জগৎ, বাচক, বিদ্যা, সভা, ত্ব, তা, নী, ণী, পরিষদ, তত্ত্ব ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যদি নতুন শব্দ গঠন করে, তবে পূর্ববর্তী শব্দের ঈ-কার নবগঠিত শব্দে সাধারণত ই-কারে পরিণত হয়। **যেমন—** দায়িত্ব (দায়ী), প্রতিদ্বন্দ্বিতা (প্রতিদ্বন্দ্বী), প্রার্থিতা (প্রার্থী), দুঃখিনী (দুঃখী), অধিকারিণী (অধিকারী), সহযোগিতা (সহযোগী), মন্ত্রিসভা/মন্ত্রিপরিষদ (মন্ত্রী), প্রাণিবিদ্যা/প্রাণিতত্ত্ব/প্রাণিজগৎ/প্রাণিসম্পদ (প্রাণী) ইত্যাদি।
- ✓ ভাষা ও জাতিতে ই-কার হবে। **যেমন—** বাঙালি/বাঙ্গালি, জাপানি, ইংরেজি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি।
- ✓ -ইনী, -ঈ, -ঈয়সী, -নী, -বতী, -মতী, -ময়ী অন্ত্য প্রত্যয়যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে সর্বদা ঈ-কার (ী) হবে। **যেমন—**মনোহারিণী, গরীয়সী, যুবতী, তরুণী, কৃপাময়ী, গুণবতী, সর্বময়ী, মানবী, জননী, স্ত্রী, বুদ্ধিমতী, নারী ইত্যাদি।

ণ-ত্ব বিধান ও বাংলা বানান

- ✓ একই শব্দের মধ্যে ঋ, র, ষ এর যেকোনো একটি বর্ণের পর যদি স্বরবর্ণ (অ-ঔ পর্যন্ত), ক-বর্গ, প-বর্গ, য, য়, ব, হ, ং বর্ণ থাকে তাহলে তার পরবর্তী 'দন্ত্য- ন' স্থলে 'মূর্ধন্য- ণ' হয়। যেমন: হরিণ (হ+র+ই+ণ), কৃপণ, শ্রবণ, দর্পণ, গ্রহণ ইত্যাদি। তবে ঋ, র, ষ এর পর উপর্যুক্ত স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য, ব, হ, ং ভিন্ন অন্য বর্ণ থাকলে 'দন্ত্য- ন' হয়। **যেমন:** নর্তন, দর্শন, প্রার্থনা ইত্যাদি। তাছাড়া দুটি পদ মিলে সমাস গঠিত হলে 'দন্ত্য- ন' স্থলে 'মূর্ধন্য- ণ' হয় না। **যেমন:** সর্বনাম, ত্রিনয়ন ইত্যাদি।
- ✓ প্র, পরা, পূর্ব ও অপর এর পরবর্তী 'অহ্ন' শব্দের 'দন্ত্য- ন' স্থলে 'মূর্ধন্য- ণ' হয়। **যেমন:** প্রাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ইত্যাদি।
- ✓ ট-বর্গীয় বর্ণের পূর্বে (অর্থাৎ ট, ঠ, ড, ঢ এর পূর্বে) মূর্ধন্য ণ হয়। **যেমন:** কণ্টক, লুণ্ঠন, খণ্ড, কাণ্ড, কণ্ঠ ইত্যাদি।
- ✓ প্র, পরা, পরি, নির-এ চারটি উপসর্গ এবং অন্তর শব্দের পর নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নী, নি, নুদ্, হন্- এ ধাতুগুলো থাকলে 'ন' স্থলে 'ণ' হয়। **যেমন:** প্রণাম, পরিণাম, প্রণাশ, পরিণতি, নির্ণয়, প্রণিপাত, প্রণিধান ইত্যাদি।
- ✓ ঋ (ঋ-কার), র (রেফ, র-ফলা), ষ-এই কয়টি বর্ণের পরে 'মূর্ধন্য- ণ' হয়। **যেমন:** ঋণ, তৃণ, বরণ, বর্ণ, ভূষণ ইত্যাদি।
- ✓ ঋ, র, ষ, ব, প-বর্গীয় বর্ণের সাথে অয়ন/আয়ন প্রত্যয় যুক্ত হলে অয়ন/আয়ন এর শেষে 'ন' স্থলে 'ণ' হয়। **যেমন:** উত্তর + আয়ন = উত্তরায়ণ; রাম + আয়ন = রামায়ণ, চন্দ্র + আয়ন = চন্দ্রায়ণ, নারায়ণ, শিবায়ণ, রূপায়ণ ইত্যাদি।
- ✓ কিছু শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়।

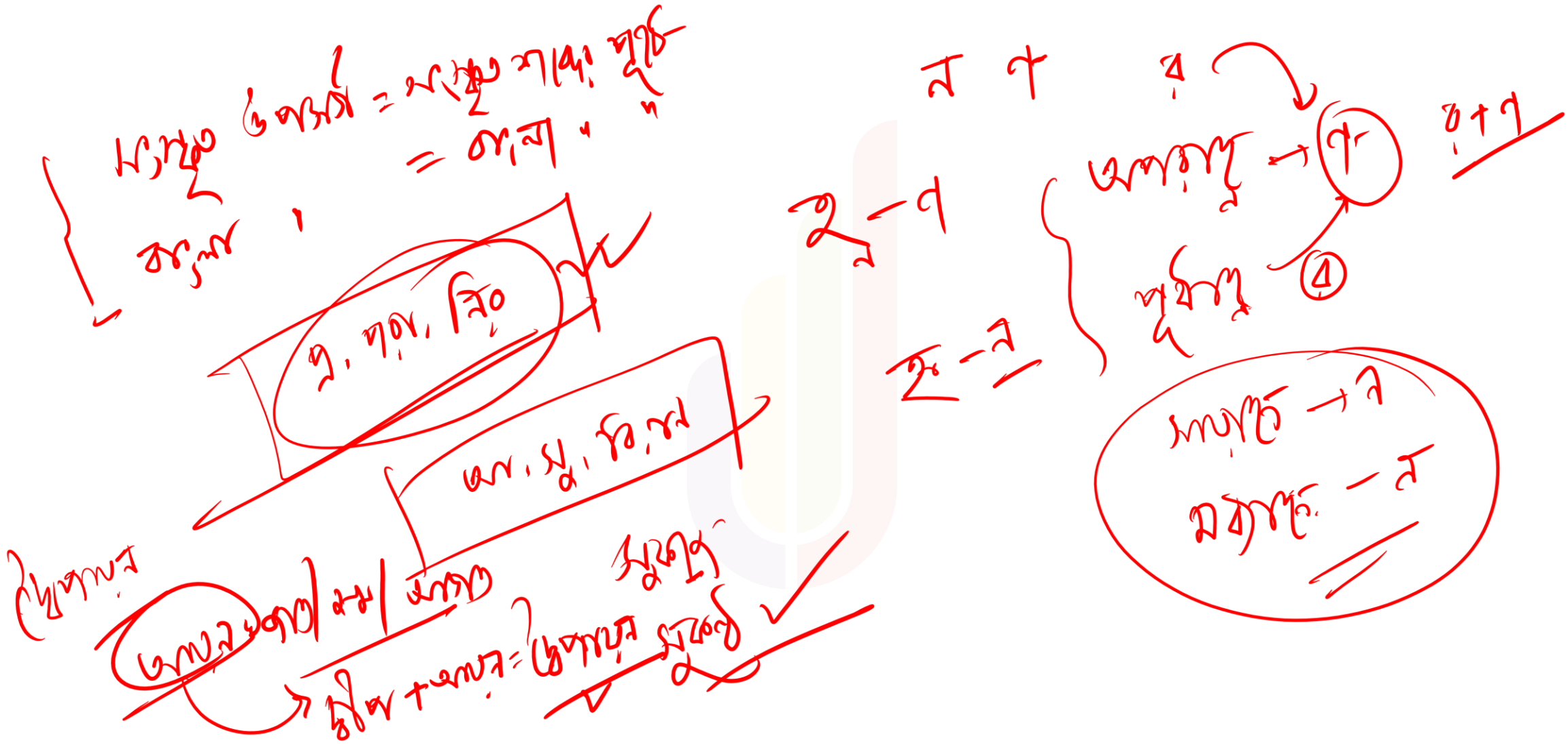

ষ-ত্ব বিধান ও বাংলা বানান

- ✓ ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। যেমন: সষুপ্ত, অনুষঙ্গ, প্রতিষেধক, বিষম, অতিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, নিষেধ, অভিষেক, বিষণ্ন ইত্যাদি।
- ✓ অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র-এর পরে প্রত্যয়ের স ষ হয়। যেমন-ভবিষ্যৎ (ভূ + অ + ব্ + ই +) (এখানে ব-এর পরে ই-এর ব্যবধান) মুমূর্ষু, চক্ষুষ্মান, চিকীর্ষা ইত্যাদি।
- ✓ ট ও ঠ-এর সঙ্গে যুক্ত হলে দন্ত্য-স না হয়ে 'ষ' হয়। যেমন: কষ্ট, কাষ্ঠ, নষ্ট, নিষ্ঠা ইত্যাদি।
- ✓ তৎসম শব্দে 'র' (´)-এর পর 'ষ' হয়। যেমন : বর্ষা, বর্ষণ, ঘর্ষণ ইত্যাদি।
- ✓ নিঃ, দুঃ, আবিঃ, চতুঃ, প্রাদুঃ- এ বিসর্গ উপসর্গগুলোর পর ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গস্থানে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন: নিঃ + কাম = নিষ্কাম, দুঃ + কর = দুষ্কর, আবিষ্কার, বহিষ্কার, নিষ্ফল, নিষ্পাপ ইত্যাদি।
- ✓ ষট্, ষড়, ষণ্ড, ষাঁড়, ষোড়শ যুক্ত শব্দে 'ষ' ব্যবহৃত হয়। যেমন: ষট্, ষটচক্র, ষোড়শী ইত্যাদি।
- ✓ কতগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়। যেমন: ষড়ঋতু, রোষ, কোষ, আষাঢ়, ভাষণ, ভাষা, ঊষা, পৌষ, কলুষ, পাষাণ, মানুষ, ঔষধ, ষড়যন্ত্র, ভূষণ, দ্বেষ ইত্যাদি।

বাংলা শব্দে শ, ষ, স-এর ব্যবহারের নিয়ম

- ✓ ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আসা বিদেশি sh, tion, ssion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য 'শ' ব্যবহৃত হবে। যেমন– সেশন, স্টেশন, ক্যাশ, টেলিভিশন।
- ✓ অ বা আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনির পরে মূর্ধন্য-ষ এর ব্যবহার হবে। যেমন: আবিষ্কার, নিষ্পাপ, পরিষ্কার প্রভৃতি।
- ✓ বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহৃত হয় না। যেমন– রেস্টুরেন্ট, স্মার্ট, পোশাক।
- ✓ ঋ-কারের পরে 'ষ' মূর্ধন্য হয়। যেমন– ঋষি, ঋষভ।
- ✓ ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে 'ষ' যুক্ত হয়। যেমন- কষ্ট, নষ্ট, কাষ্ঠ।

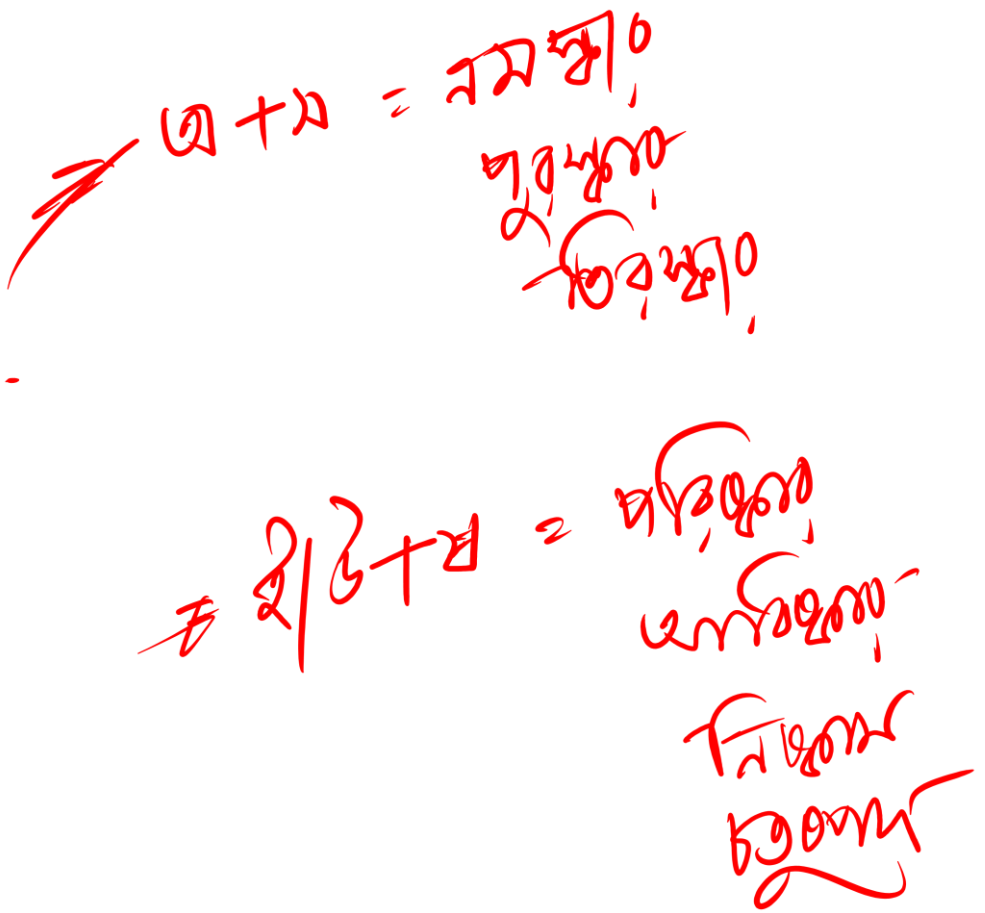

- নিচের শব্দগুলোর বানান 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুযায়ী কেন ভুল, তা লিখুন: ০৬

  সূচীপত্র, কার্য্যালয়, কৃতীত্ব, ক্ষিদে, ফরিয়াদী, শুভঙ্কর। [৪৫তম বিসিএস]

- 'বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' অনুযায়ী নিচের শব্দগুলোর বানান সংশোধন করুন এবং কেন অশুদ্ধ তা লিখুন: ০৬ নম্বর [৪৫তম বিসিএস]

  ঠান্ডা, মূর্চ্ছা, জিনিষ, অলঙ্কার, সোনালী, স্বরণী।

- নিচের বানানগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন- ০৬ নম্বর [৪৪তম বিসিএস]

  কথপোকথোন; জ্বাজ্জল্যমাণ; রেজিষ্ট্রেশন; গর্ধব; ব্যাক্তিত্ব; নিশিথিনি।

- বাংলা বানানে শ, ষ, স ব্যবহারের নিয়ম নিয়ম লিখুন। ০৬ নম্বর [৪৩তম বিসিএস]

- বাংলা একাডেমি প্রণীত ‘প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম’ অনুসারে তৎসম শব্দের বানানের সূত্রসমূহ দৃষ্টান্তসহ লিখুন। ০৬ নম্বর [৪১তম বিসিএস]

- বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের ছয়টি বানানসূত্র লিখুন। ০৬ [৪০তম বিসিএস]
- বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন। ০৬ নম্বর [৩৮তম বিসিএস]
- নিচের বানানগুলো শুদ্ধ করে লিখুন: ০৬ নম্বর [৩৮তম বিসিএস]

  গিতাঞ্জলি, উপকারীতা, আষার, দারিদ্রতা, শান্তনা।
- বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। ০৬ [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে অ-তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। [৩৫তম বিসিএস]

বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ

➢ ভাষা ব্যবহারে অশুদ্ধি সাধারণত তিনটি কারণে হয়ে থাকে-

- উচ্চারণ দোষে
- শব্দ গঠন ত্রুটিতে
- শব্দের অর্থগত বিভ্রান্তিতে

বাহুল্য দোষ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি।	
সৎ চরিত্রবান লোক সকলের প্রিয়।	
অনেক লোকেরা জমা হয়েছিল।	
বহু ঘরে ঘরে ভাত নেই।	
সমস্ত ক্ষেতসমূহে পোকা লেগেছে ।	

সন্ধিঘটিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দৃশ্যটি বড়ই মনরম।	মনোরম
সে মনকষ্টে গ্রাম ছাড়িল।	মনঃকষ্টে
তার দুরাবস্থা দেখলে আমার কষ্ট হয়।	দুরবস্থা
তোমার তিরষ্কার বা পুরষ্কার কিছুই চাই না।	তিরস্কার পুরস্কার
ইতিমধ্যে সে এসে পড়ল।	ইতোমধ্যে

সমাসঘটিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সংবাদ পত্র না পড়লে কিছু জানা যায় না।	
তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লা বাস করেন।	
আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।	
আবাল্য হইতে তি'নি কাব্যপ্রিয়।	
বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হইয়াছে।	

বিশেষণ প্রয়োগজনিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়।	
নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছ কি?	
হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর পর্বত।	
সমগ্র জেলার মধ্যে বগুড়ার চাউল ভাল।	
তুমি সেখানে গেলে অপমান হবে।	

শব্দের অপপ্রয়োগজনিত ভুল

ইদানীংকালে	ইদানীং অর্থ বর্তমান কাল। এর সঙ্গে 'কাল' যোগ করা অপপ্রয়োগ।
আয়ত্তাধীন	'আয়ত্ত' শব্দের অর্থই অধীন। আয়ত্তের পর অধীন ব্যবহার করা বাহুল্য।
আকণ্ঠ পর্যন্ত	'আকণ্ঠ' শব্দই কণ্ঠ পর্যন্ত বোঝায়। এখানে 'পর্যন্ত' ব্যবহার করা বাহুল্য।
খাঁটি গরুর দুধ	কথাটি অর্থহীন। শুদ্ধরূপ হবে 'গরুর খাঁটি দুধ'।
অশ্রুজল	চোখের জল অর্থে ব্যবহার অশুদ্ধ। 'অশ্রু' অর্থই চোখের জল।

বাচ্যজনিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সিদ্ধান্ত গ্রহণ হয়েছে।	গৃহীত
সূর্য উদয় হয়েছে।	উদিত
একথা অবশেষে প্রমাণ হয়েছে।	প্রমাণিত
পিতা তোমার প্রতি ক্রোধ হইয়াছেন।	ক্রোধান্বিত
আমি সন্তোষ হলাম।	সন্তুষ্ট

বচনজনিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল।	
তারকাবৃন্দ আকাশে জ্বলজ্বল করছে।	
সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে।	
সব সমস্যাগুলোর সমাধান কয়েক দিনের মধ্যে দেয়া চাই।	
সকল শিক্ষার্থীগণ পাঠে মনোযোগী নয়।	

প্রত্যয়জনিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।	
দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	
কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।	
সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্তভাবেই কাম্য।	
বিচারালয়ে বেয়াদবি অশোভনীয়।	

অনুসর্গের ব্যবহারজনিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সুখের তরে এ ঘর বাঁধিনু।	
মাইকেল মধুসূদন দ্বারী ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ রচিত হয়।	
সকলের জন্য সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।	
সীমার মধ্যে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর।	
সত্য বহি মিথ্যা বলিব না।	

বাক্যের পদক্রমজনিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শাড়ি পরা সবুজ মেয়েটিকে আমি চিনি।	
আশ্চর্য কথা তো আগে এমন শুনিনি।	
মানুষ বাঘের মাংস খায়।	
তোমার আল্লাহ মঙ্গল করুন।	
সে সাগরে হাবুডুবু, দুtখ খাচ্ছে।	

বিভক্তিজনিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
টাঙ্গাইল চমচম দেশখ্যাত।	
বালকরা খেলাধুলায় পটু।	
শ্রমিকরা ধর্মঘট নিষিদ্ধের প্রতিবাদে সভা করেছে।	
রসমালাই ভালো পাওয়া যায় কুমিল্লা।	
বুলবুলিয়ে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে?	

সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণজনিত ভুল

✓ জ্ঞানে মানুষমাত্রেই তুল্যাধিকার।

শুদ্ধ:

✓ ইহার পরে হৈমর মুখে তার চিরদিনের সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু আর এক দিনের জন্যও দেখি নাই।

শুদ্ধ:

✓ তারা যেন সবাই ভুল করিবার প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে।

শুদ্ধ:

✓ কবিতার ভাষা ভাবের দেহস্বরূপ, কিছুতেই তাহা ভাব হতে পৃথক করিতে পারা যায় না।

শুদ্ধ:

লিঙ্গঘটিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বর্তমানে বিদ্বান মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।	
মমতাজ পরম সুন্দরী ছিলেন।	
রাজা পাপিষ্ঠ রানিকে শাস্তি দিলেন।	
এই মহান নারীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।	
মেয়েটি সুকেশিনী এবং সুহাসি।	

প্রবাদ-প্রবচনঘটিত ভুল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গৃহস্থের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না।	
ইট মারলে ইটি খেতে হয়।	
তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, ঠাণ্ডা ভাতে ঘি।	
নগদ বিক্রি পেটে ভাত বাকি বিক্রি পিঠে হাত।	
পরের মাথায় বন্দুক রেখে শিকার।	

যথার্থ শব্দ ব্যবহারে ভুল

- ✓ সস্ত্রীক (স্বস্ত্রীক হবে না)।
- ✓ সাক্ষ্য (সাক্ষী হবে না)।
- ✓ জ্যেষ্ঠ (জ্যৈষ্ঠ হবে না)।
- ✓ বৈমাত্রেয় ভাই (বৈমাত্রেয় সহোদর হবে না)।
- ✓ নির্বাচিত কবিতা (মনোনীত কবিতা হবে না)।

❖ নিচের বাক্যগুলো সংশোধন করুন: (০৬ নম্বর) [৪৫তম বিসিএস]

(i) কেবলমাত্র প্রতিযোগিরাই মঞ্চে আসবে।

(ii) তুমি স্বাক্ষী দেওয়ায় অপরাধীর আমরণ পর্যন্ত কারাদন্ড হলো।

(iii) তার কনিষ্ঠতম কন্যা দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত।

(iv) আর আমার বাঁচিবার স্বাদ নাই।

(v) নিরোগী লোক প্রকৃতপক্ষে সুখী।

(vi) ক্লাস চলাকালীন সময়ে 'ইউনিফর্ম' ছাড়া অন্য পোশাক পড়া নিষেধ।

❖ নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন: (০৬ নম্বর) [৪৫তম বিসিএস]

(i) সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ।

(ii) আজ বৈকালে ঘুড়ে বেরিয়ে এসো।

(iii) আজকাল ভূরিওয়ালা লোক ভূড়ি ভূড়ি দেখা যায়।

(iv) নদীটির প্রবাহমানতা তাকে উচ্ছাসিত করে তুলেছে।

(v) আমি রবাহুত হয়েই সেখানে আহূতি দিতে গিয়েছি।

(vi) বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।

❖ নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন: (০৬ নম্বর) [৪৩তম বিসিএস]

(ক) রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।

(খ) সৌজন্যতার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় না।

(গ) শুধুমাত্র তোমার আশায় এ পর্যন্ত এলাম।

(ঘ) সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের কাম্য।

(ঙ) আমার সনদপত্রগুলো সত্যায়িত করা প্রয়োজন।

(চ) আজকাল সব ছাত্রছাত্রীগণ অমনোযোগী।

❖ নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন: (০৬ নম্বর) [৪১তম বিসিএস]

(১) গাছটি সমূলসহ উৎপাটন হয়েছে।

➲ শুদ্ধ বাক্য:

(২) ষষ্টদশতম প্রতিযোগীতায় সে পুরস্কৃত হয়েছে।

➲ শুদ্ধ বাক্য:

(৩) আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত।

➲ শুদ্ধ বাক্য:

(৪) কেবলমাত্র তার বৈমাত্রেয় সহোদর উপস্থিত ছিল।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

(৫) দূরাকাঙ্ক্ষা সর্বদা পরিত্যজ্য।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

(৬) পরবর্তীতে এলে তার অপমান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

❖ নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন: (০৬ নম্বর) [৪০তম বিসিএস]

১. দুর্বলবশত সে আসতে পারেনি।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

২. শুধুমাত্র অফিস চলাকানীর সময়ে দেখা হবে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৩. সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৪. দূরারোগ্য ব্যাধির স্বীকারে পরিণত হয়ে পৃথিবীতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৫. এ স্মরণিটি কবি নজরুলের স্বরণে নামকরণ করা হয়েছে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৬. স্বাস্থ সকল সুখের মুল।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

❖ নিচের বাক্যগুলো শুদ্ধ করে লিখুন: (০৬ নম্বর) [৩৮তম বিসিএস]

১. পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

২. আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভয়ংকর কবি ছিলেন।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৪. সকল ছাত্রগণই পাঠে অমনোযোগী।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৫. ইহার আবশ্যক নাই।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

❖ নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন: (০৬ নম্বর) [৩৭তম বিসিএস]

১. যে সমস্ত শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অমনযোগী সে সমস্ত শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বেশি।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

২. আপনি স্বপরিবার ও সবান্ধবে আমন্ত্রিত।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৩. তার পরশ্রীকারতা দেখে আমি মুগ্ধ।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৪. আজ রাতে বজ্রপতনের সম্ভবনা আছে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৫. তোমার মত ব্যক্তির পক্ষে সদাসর্বদা কৃপণতা করা লজ্জাস্কর।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৬. জৈষ্ঠ্য মাসে তার সর্বজেষ্ঠ্য ছেলের বিয়ে হয়।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

❖ নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন: (০৬ নম্বর) [৩৬তম বিসিএস]

১. তাহার সৌন্দর্যতাবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

২. এ নির্মম হত্যাকান্ডে গ্রামবাসী নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৩. ইতিপূর্বেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হয়েছে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৪. মহাসমারোহে প্রধান অতিথিকে সুস্বাগত জানানো হলো।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৫. তার সাংঘাতিক আনন্দ হলো।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

৬. ছেলেটি অহর্নিশি তার মাকে জ্বালাতন করে।

➲ **শুদ্ধ বাক্য:**

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy